'নেতৃত্বদান' কার্যক্রমের নীতি সমূহ =

① **নেতৃত্বদান একটি আচরণ** :- একজন নেতা হল তারাই, যারা নিখুঁত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তার মাধ্যমে পরিবর্তন সুসংঘটিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নেতারা তাদের আচরণ, মনোভাব, কার্যক্রম ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যক্তির কাছে নৌকায় এবং ব্যক্তি তাদের মূল্যায়ন করে। নেতৃত্ব দানের অন্যতম মূল কাজ হল যা আঁকড়ে না থেকে ইতিমধ্যে নেতার মত বাস্তব সম্মত আচার-আচরণ করা।

② **মানুষকে প্রভাবিত করার ক্ষমতাকে সঠিক ব্যবহার করা** :- দলের সদস্যদের কখন কী করতে হবে সে বিষয়ে নির্দেশদান করে থেমে গেলে হবে না, নিজে করার মাধ্যমে নিদর্শন স্থাপন করা এবং একই সাথে নেতা ও দলের অন্যান্য সদস্যদের আত্মবিশ্বাস অটুট রাখা।

③ **নেতৃত্ব মানে প্রভাব তৈরী করা** :- নেতৃত্ব মানে কেবলমাত্র লক্ষ্য স্থির করা বা দলের লক্ষ্য পূরণ নয়, সামাজিক ক্ষেত্রে লড়াই এবং টিকে থাকা প্রতিষ্ঠানে নেতার অন্যতম কাজ।

④ **নেতৃত্ব হল দূরদর্শিতা** :- একজন সফল নেতা তার দূরদর্শিতাকে প্রথমে আবিষ্কার করেন এবং এটিকে পাথেয় করে দলকে অনুপ্রাণিত করেন। দলের প্রত্যেক সদস্যদের দ্বারা প্রভাবিত হন।

⑤ **কথা কম, কাজ বেশি** :- কথা সঠিক কথা কম বলে, সময়ের অপচয় না করে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা ও তা গ্রহণ করার মাধ্যমে দলের সদস্যদের প্রেরণা তৈরী করা এবং বাস্তবায়িত করা।

⑥ **নমনীয় আচরণ** :- নমনীয়তা হল নেতৃত্বদানের একটি বিশেষ গুণ, যা তার মূল্যবোধকে সদা অক্ষুণ্ণ রাখে। দলের পরিস্থিতি অনুযায়ী নেতাকে কঠোরতা ত্যাগ করতে হবে কিন্তু তা কখনই নেতৃত্বের মূল্যবোধের সাথে আপোষ না করে।

⑦ **যোগাযোগ স্থাপন** :- দলনায়ক নেতৃত্বের হিত হল সংযোগ স্থাপন, যার দ্বারা একজন নেতা মানুষের সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটায় এবং তা থেকে নিয়ামকের দলাফল লাভ করে।

⑧ **কিছু সময় কুশলেন লওয়া** :- দূর থেকে মাধ্যমে সঠিক কাজ করার শেখার সবচেয়ে ভাল উপায়। যা থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজেকে একজন জ্ঞানী রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।

⑨ **একতাই শক্তি** :- দলগত সংহতি প্রয়োগ করার জন্য নেতাকে অবশ্যই দূরদৃষ্টি প্রয়োগ করতে হবে। যা থেকে দলের বাঁধন দৃঢ় করা যাবে।

⑩ **দলগত শ্রমিক সুযোগ** :- উন্নয়ন দ্বারা জীবন অচল। যতটুকু পাওয়া যায় তা দিয়ে সন্তুষ্টি লাভ করা যায় না। তাই সর্বদা উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।